কান্ড পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে তরমুজ গাছের গোড়ার কাছের কান্ড পচে গাছ মরে যায়। প্রতিকারের জন্য ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ

এ রোগের আক্রমণে গাছ ঢলে পড়ে মারা যায়। নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা হলে এ রোগের প্রকোপ কম থাকে। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

জাত ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে তরমুজ পাকে। সাধারণত ফল পাকতে বীজ বোনার পর থেকে ৮০-১১০ দিন সময় লাগে। তরমুজের ফল পাকার সঠিক সময় নির্ণয় করা একটু কঠিন। কারণ অধিকাংশ ফলে পাকার সময় কোনো বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। তবে নিচের লক্ষণগুলো দেখে তরমুজ পাকা কিনা তা অনেকটা অনুমান করা যায় :

- ফলের বোঁটার সঙ্গে যে আকর্শি থাকে তা শুকিয়ে বাদামি রঙ হয়;
- খোসার উপরে সূক্ষ্ম লোমগুলো মরে পড়ে গিয়ে তরমুজের খোসা চকচকে হয়;
- তরমুজের যে অংশটি মাটির ওপর লেগে থাকে তা সবুজ থেকে উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয়ে ওঠে;
- তরমুজের শাঁস লাল টকটকে হয়;
- স্ত্রী ফল ফোটার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ফল পাড়া সময় হয়; আঙুল দিয়ে টোকা দিলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে ফল পরিপক্কতা লাভ করেছে। অপরিপক্ব ফলের বেলায় শব্দ হবে অনেকটা ধাতবীয়।

ফলন

সযত্নে চাষ করলে ভালো জাতের তরমুজ থেকে প্রতি হেক্টরে ৫০-৬০ টন ফলন পাওয়া যায়।

গ্রন্থনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ

তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

ডিজাইন

রত্নেশ্বর সূত্রধর

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

প্রকাশনা, প্রচারণা ও মুদ্রণে

দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম নিবিড়করণ প্রকল্প

কৃষি তথ্য সার্ভিস

খামারবাড়ি, ঢাকা

২৫,০০০ কপি, মার্চ ২০১৪।

তরমুজ চাষাবাদ

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

তরমুজ

তরমুজ একটি সুস্বাদু ফল। তরমুজের রয়েছে অনেক পুষ্টি ও ঔষধিগুণ। তরমুজ প্রাকৃতিকভাবেই এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং ভিটামিন এ, বি ও সি-এর একটি ভালো উৎস। এটি রাতকানা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অন্ত্রীয় ক্ষত, রক্তচাপ, কিডনিসহ নানা ধরনের অসুখ প্রতিরোধ করে। গরমের দিনে ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে অনেক পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। তরমুজে প্রায় ৯৬ ভাগই পানি ও প্রচুর খনিজ লবণ থাকায় দেহের লবণ ও পানির ঘাটতি পূরণ করতে তরমুজের কোন তুলনা নেই।

তরমুজের জাত

আমাদের দেশে বিদেশি আধুনিক জাতের তরমুজই বেশি চাষ হয়। এগুলোর মধ্যে সুগার বেবি, আসাহি ইয়ামাতো, আধারি, পুষা বেদানা অন্যতম। হাইব্রিড জাতগুলোর মধ্যে সুগার এম্পায়ার, অমৃত, মিলন মধু, সুগার বেলে, ক্রিমসন সুইট, ক্রিমসন গ্লোরি, মোহিনী, আমরুদ ইত্যাদি জনপ্রিয় জাত। দেশি জাতগুলোর মধ্যে গোয়ালন্দ ও পতেঙ্গা উল্লেখযোগ্য।

বংশ বিস্তার

তরমুজের বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দ্বারাই করা হয়ে থাকে। প্রতি শতকে ৩ থেকে ৩.৫ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

জমি তৈরি

প্রয়োজনমতো চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর মাদা প্রস্তুত করতে হবে। বীজ রোপণের অন্ততঃ ৮-১০ দিন আগে আগে প্রতি মাদায় শুকনা পচা গোবর/জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি সার ২৫০ গ্রাম এবং ছাই ৪ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপন সময়/উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবহাওয়া তরমুজ চাষের উপযোগী। বীজ বোনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষ সর্বোত্তম। আগাম ফসল পেতে হলে জানুয়ারি মাসে বীজ বুনে শীতের হাত থেকে কচি চারা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ বপন

পলিথিনে চারা তৈরি করা না হলে জমি তৈরি পর প্রায় ৯-১০ ফুট চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ১.৫ ফুট চওড়া এবং ১ ফুট গভীর করে নালা তৈরি করে নিতে হবে। প্রতিটি বেডে ১.৫ ফুট চওড়া, ১.৫ ফুট লম্বা ও ১.৫ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করে রিতে হবে। সাধারণত প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করা হয়। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২-৪টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

চারা রোপণ

মাদায় সরাসরি বীজ না বুনে পলিথিনের ব্যাগে চারা তৈরি করে নিয়ে ২-৩ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ পাতাবিশিষ্ট চারা মাদায় রোপণ করা ভালো। এতে বীজের অপচয় কম হয়।

সার প্রয়োগ

মাদায় সার দিয়ে চারা রোপণ/বপনের পর চারা ২০-৩০ সেন্টিমিটার (পৌনে ১ ফুট থেকে ১ ফুট) লম্বা হলে ৩-৪ সপ্তাহ পরপর দুই কিস্তিতে প্রতি মাদায় ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির চাহিদা অনুসারে দস্তা, বোরণ এসব সারও দেওয়ার দরকার হতে পারে।

বীজের অঙ্কুরোদগম

শীতকালে খুব ঠান্ডা থাকলে বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে গোবরের মাদার ভেতরে কিংবা মাটির পাত্রে রক্ষিত বালির ভেতরে রেখে দিলে ২-৩ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজের অঙ্কুর দেখা দিলেই বীজ তলায় অথবা মাদায় স্থানান্তর করা ভালো।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুকনো মৌসুমে সেচ দেয়া খুব প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রতিটি গাছে ৩-৪টির বেশি ফল রাখতে নেই। গাছের শাখার মাঝামাঝি গিটে যে ফল হয় সেটি রাখতে হয়। চারটি শাখায় চারটি ফলই যথেষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৩০টি পাতার জন্য মাত্র একটি ফল রাখা উচিত।

পরাগায়ন

তরমুজ গাছে স্ত্রী ও পুরুষ দুই রকমের ফুল হয়। সকাল বেলা স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ফুলকে পুরুষ ফুল দিয়ে পরাগায়িত করে দিলে ফল ঝরে যায় না এবং ফলের আকার ভালো হয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

পাতার বিটল পোকা

প্রথম দিকে পোকাগুলোর সংখ্যা যখন কম থাকে তখন পোকা ডিম ও বাচ্চা ধরে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে চারা গজানোর পর প্রতি মাদার চারদিকে মাটির সঙ্গে চারা প্রতি ২ থেকে ৫ গ্রাম অনুমোদিত দানাদার কীটনাশক (কার্বোফুরান জাতীয় কীটনাশক) মিশিয়ে গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে।

জাব পোকা

এ পোকা গাছের কচি কান্ড, ডগা ও পাতার রস শুষে খেয়ে ক্ষতি করে। এ পোকা দমনের জন্য সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি/লিটার মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

মাছি পোকা

এ পোকার আক্রমণে কচি অবস্থায় তরমুজ ফল নষ্ট হয়ে যায় বলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। মাছি পোকায় আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে কমপক্ষে ১ ফুট পরিমাণ গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা হাত বা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।